বাংলাদেশ আওয়ামী যুব প্রজন্মলীগের মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠন

“বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শেখ হাসিনার নেতৃত্ব সততা ও শক্তি একতাই বল” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আওয়ামী যুব প্রজন্মলীগের মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জেলা কমিটির সভাপতি তারিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান স্বাক্ষরিত এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। শহরের কোর্ট সড়কে মেহেরপুর জেলা যুব প্রজন্ম লীগের অফিস কার্যালয়ে জেলা যুব প্রজন্মলীগের সভাপতি তারিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান এ কমিটির অনুমোদন দেন।

মুজিবনগর উপজেলা প্রজন্মলীগের সভাপতি মার্টিন রতন মন্ডল ও মুর্শিদ আলম লিপুকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্যের এই কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি জাহিদুর রহমান, মৌসুমী আক্তার শ্যামলী, দেবাস্তিন মন্ডল, শাকিল রেজা, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে সমুয়েল মল্লিক, প্রসেনজিৎ মন্ডল, আরোজ খাঁ, শেফালী মল্লিক, মোস্তাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সুজন মিয়া, সোহেল সরদার, ইমরান মোল্লা, মিঠন আলী, মিলন হোসেন, পাপ্পু মন্ডল, জাব্বারুল ইসলাম, আশরাফুল আলম ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পদে লাভলি খাতুন। আগামী ১ বছরের জন্য এই কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ ও

প্রতিবাদ সমাবেশ

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৩ বছর কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার ৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টায় জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আঃ রহিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সহ জেলা অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, আধিপত্যবাদী শক্তির দোসর লুটেরা ও কালোটাকার মালিকদের সেবাদাস বর্তমান সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে বেগম খালেদা জিয়াকে কারাবন্দী রেখেছে।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী এম সবেদ আলী বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে নিয়ে কটুক্তি করার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা কলেজ চত্বর থেকে এক বিরাট মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে উপজেলা পরিষদ মঞ্চে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশ প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন বলেন,

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচন অতি নিকটে ।

এ নির্বাচনকে ঘিরে একটি চক্র নৌকার বিরুদ্ধে লেগেছে, নৌকার প্রার্থীর পিছনে লেগেছে। কিভাবে নৌকাকে হারানো যায়। ইতোমধ্যে আপনারা দেখেছেন নিজেরা অঘটন ঘটিয়ে দোষ আওয়ামী লীগের ঘাড়ে, নৌকার ঘাড়ে চাপানোর চেস্টা করছে।

আওয়ামী লীগ কখনো ভাঙচুরের রাজনীতি করেনা। আওয়ামী লীগকে শায়েস্তা করতে চান। আপনার মত পাতি নেতা দেখে আওয়ামী লীগ ভয় করেনা। আমরা পাকিস্তানের শাসন দেখেছি, জিন্না থেকে শুরু করে আইয়ুব খান দেখেছি। আমরা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ থেকে তাদের তাড়িয়েছি। আমরা আওয়ামী লীগ করি, আওয়ামী আন্দোলন দেখে ভয় করেনা।

এদেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু জীবন বাজি রেখে স্বাধীন করার নেতৃত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনি রাস্তার ধুলো উড়িয়ে ভোট নিতে চান। আপনার চরিত্র এলাকার মানুষ জানে। আপনি মুক্তিযুদ্ধের তকমা গায়ে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে খাচ্ছেন। আপনি বঙ্গবন্ধুর খুনির হাতে হাত মিলিয়েছিলেন।

অন্যদিকে যারা সরকারী টিন চুরি ও জনগণের সম্পদ লুন্ঠন করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে তারা আবার ভোট চায়। জনগণ এই সব ব্যক্তিকে প্রত্যাখান করে আগামী ১৪ তারিখের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ যুবলীগকে সজাগ থাকতে হবে।

নির্বাচনে ১৪ তারিখে বিজয় নিয়েই সবাইকে ঘরে ফিরতে হবে। নৌকা মার্কা মানেই উন্নয়নের মার্কা। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের। প্রধান বক্তা ছিলেন হাসান কাদীর গনু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশান্ত অধিকারি, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, এ্যাডঃ বিল্লাল হোসেন, পিপি, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আনোযার হোসেন হেলা, এ্যাড. জোহা, চুয়াডাঙ্গার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গির আলম মালিক খোকন, বন ও পরিবেশ সম্পাদক, সহিদ মিযা, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদব কাউছার

আহম্মদ বাবলু, নির্বাহী সদস্য নুরুল ইসলাম, শাহ আলম, কাজী অরুন,

সিরাজুল ইসলাম, জেলা সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম মন্টু, হাজী লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হামিদুল ইসলাম, আনিমুর রহমান মল্লিক, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, আলম হোসেন, বিআরডিবির চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম মুহিদ, ডাঃ অমল কুমার বিশ্বাস, পৌর সম্পাদক মতিযার রহমান ফারুক, যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, যুব লীগ নেতা আহসান উল্লাহ, সাজ্জাদুল হক স্বপন, ছাত্রলীগ এ্যাড. সালমুন আহম্মদ ডন, নয়ন সরকার, আশরাফুল ইসলাম, মৎসজীবী লীগের শাহাবুল হক, রেজাউল হক, বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, আবু সাইদ পিন্টু, আব্দুল হালিম মন্ডল ও ইয়াকুব আলী মাস্টার।

কারচুপির চিত্র তুলে ধরতে ছয় বিভাগে সমাবেশের ঘোষণা

ভোট কারচুপির প্রতিবাদে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে ছয় বিভাগীয় শহরে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনার বিএনপি দলীয় মেয়রপ্রার্থীরা।

.

গতকাল সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রামে ১৩ ফেব্রুয়ারি, বরিশালে ১৮ ফেব্রুয়ারি, খুলনায় ২৭ ফেব্রুয়ারি, রাজশাহীতে ১ মার্চ, ঢাকা উত্তর ৩ মার্চ এবং ঢাকা দক্ষিণে ৪ মার্চ সমাবেশ।

সরোয়ার বলেন, ছয় মহানগরে ছয়টি সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা জনতার সামনে ভোট কারচুপির বিষয়গুলো তুলে ধরতে চাই। ভোটের অধিকারের কথা বলতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই, আমাদের জনগণের কাছে যেতে যেন কোনো বাধা না দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সারোয়ার ছাড়াও রাজশাহীর মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, চট্টগ্রামের ডা. শাহাদাত হোসেন, ঢাকা উত্তরের তাবিথ আউয়াল ও ঢাকা দক্ষিণের ইশরাক হোসেন উপস্থিত ছিলেন। খুলনার মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরা জানান, পারিবারিক কারণে তিনি খুলনায় গেছেন।

এ সময় বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী উপস্থিত থাকলেও তিনি কোনো বক্তব্য রাখেননি। এক প্রশ্নের জবাবে চট্টগ্রামের মেয়র প্রার্থী ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমরা ভেবেছিলাম সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে-চট্টগ্রামে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। কিন্তু আমরা দেখছি চট্টগ্রামের সিটি নির্বাচনে রাষ্ট্রযন্ত্র, প্রশাসনযন্ত্র, আওয়ামী লীগ ও সরকার মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

এই যে ছয়টি মহানগরে সমাবেশ হবে- এগুলো অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে হবে। জনগণ আমাদের প্রধান শক্তি। আমরা তাদের কাছে আপিল করব-নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য বডির অধীনে নির্বাচন চাই, যে বডি কারচুপি করবে না।

ঢাকা উত্তরের সিটি নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী তাবিথ আউয়াল বলেন, একবছরপূর্তি হতে যাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের। একটা তামাশার নির্বাচন হয়েছিল।

তিনি বলেন, আমাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য আমাদের জনমত গড়ে তুলতে হবে।

ঢাকা দক্ষিণের ধানের শীষের প্রার্থী ইশরাক হোসেন বলেন, এই সরকারের অধীনে যদি এক হাজারটা নির্বাচন হয়, তাহলে একই ফলাফল হবে। যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ছিল, সেই ব্যবস্থায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে আর কোনোদিনও ফেরত যাবে না।

ঝিনাইদহে স্বেচ্ছাসেবক দলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

নড়াইল আদালতে তারেক রহমানের নামে সাজার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে শুক্রবার সকালে শহরের আরাপপুর এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফি, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রিন্টু মুন্সী, যুগ্ম সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, সদর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক ফারুক হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু আহম্মেদ রাজিব, মৎস্যজীবি দলের আহ্বায়ক মুস্তাফিজুর রহমান খোকন, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা উজ্জল হোসেন, আনোয়ার হোসেনসহ জেলা ও উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়।

এসময় বক্তারা, নড়াইল আদালতে তারেক রহমানের সাজা দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে তা বাতিল করার দাবি জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁতীদের জন্য কাজ করেছিলেন-আতাউর রহমান আতা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁতীদের জন্য কাজ করেছিলেন। তাঁতীদের ভাগ্যোন্নয়নে তাঁতী সমিতি গঠন করেছিলো।

শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার উজানগ্রাম আলিম মাদরাসা

প্রাঙ্গণে তাঁতী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের উন্নয়নে রাজনীতি করে। তাই যেখানে মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে সরকার সেখানেই কাজ করবে। তাঁতী সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করতে হবে। আর এই তাঁতের তৈরি কাপড়ের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপির মাধ্যমে তাঁতীদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও এই কুষ্টিয়ার উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে আওয়ামী লীগের হাতকে শক্তিশালী করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান তিনি।

বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাটি ও মানুষের হাহাকার থেকে উদ্ধার করতেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের হাল ধরেছিলেন। তিনি এ দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। যা বিগত আমলে কোন সরকার করেনি।

বিএনপি মানুষের সাথে ছলনাময়ী করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গেলো পৌরসভার নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী কেউ মেয়র হতে পারেনি। জনগন তাদের কে ভোট দেয়নি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। এভাবেই এলাকার অসমাপ্ত উন্নয়ন কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে বলেও জানান তিনি।

সমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্যে বাংলাদেশ তাতীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি এ্যাড. নিজামুল হক চুন্নু বলেন, দেশের মধ্যে আধুনিক শহরে রুপান্তরিত হয়েছে এই কুষ্টিয়া। জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো যতদিন থাকবে ততদিনে ততদিন এই কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রুপকার মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি কে মনে রাখবে জেলাবাসী।

আদর্শের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করে তিনি বলেন, সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিলো বঙ্গবন্ধুর। তার মতো ক্ষণজন্মা পুরুষ যুগে যুগে ছিলো আছে এবং থাকবে। বাংলাদেশকে দমায়ে রাখার কোন সুযোগ নেই। রোল মডেলে পরিণত হয়েছে এই বাংলাদেশ। তাঁতী সম্প্রদায়ের হারানো সেই গৌরব ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

জেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, সিনিয়র সহসভাপতি সরোয়ার হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ বিপুল হোসেন,

সদর উপজেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক আক্কাস আলী, জেলা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক এমএ মজিদ, জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিক, উজানগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, উজানগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান প্রমুখ।

সমাবেশে তাতীলীগ, ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও তাতী সম্প্রদায়ের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।
এরআগে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নেয় তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দ।

আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটিতে তৃতীয়বার সদস্য হলেন মেহেরপুরের ইমন

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটিতে তৃতীয়বারের মতো সদস্য হয়েছেন মেহেরপুরের মোহাম্মদ আব্দুস শুকুর ইমন (এমএএস ইমন)। বুধবার ৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ কমিটির অনুমোদন দেন।

এমএএস ইমন এর রাজনীতিতে পদার্পণ সেই ছাত্রজীবন থেকেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৯৯৫ সালে এস এম হল শাখার ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে ১৯৯৭ সালে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সমাজসেবা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ২০০২ সালে সদস্য হিসেবে ছিলেন।

এছাড়াও টানা ৬ বছর পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা হোসেন তওফিক ইমাম (এইচ টি ইমাম) কে চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি কে সদস্য সচিব করে মোট ৩৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, যুগ্ম সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এমপি, এনামুল হক চৌধুরী খসরু, কাসেম হুমায়ুন, সুভাষ সিংহ রায়, তারিক সুজাত, সাদিকুর রহমান চৌধুরী পরাগ, রফিকুল ইসলাম কহিনুর, কাজী নাসিম আল মমিন রুপক, কামিল হোসেন ঢালী, আব্দুল্লাহ আল মামুন তোফাজ্জল, ফয়সল আহম্মেদ রিয়াদ, বদরুল আলম বাবু, সৈয়দ নুরুল ইসলাম, জগদীশ এষ, এম শওকত ওসমান লিখন, মহিনুর রহমান মঈন, রইচউল আলম মোল্লা, আরিফুল ইসলাম বাপ্পী,

ইমরুল পারভেজ শিমুল, মুমতাহিনা রীতু, আরিফা রহমান রুমা, আশরাফ সিদ্দিকী বিটু, আব্দুস শুকুর ইমন, গোলাপ সামদানি হিল্লোল, নাজমুল মুন্সি, জহিরুল ইসলাম শাহীন, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, রাশেক রহমান, সালাউদ্দিন রিপন, রাশেদুল ইসলাম রাসেল, একেএম শরিফুল ইসলাম বাবু। ২০২২ সাল পর্যন্ত এ কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

মেপ্র/এমএফআর

মিয়ানমার পরিস্থিতিতে বিএনপির উদ্বেগ

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংসদ বাতিল করে মিয়ানমারের সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিএনপি। গতকাল মঙ্গলবার বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন,

‘গণতন্ত্র, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন, আইনের শাসন ও মৌলিক মানবাধিকার অগ্রাহ্য করে জনগণের ওপর কর্তৃত্ববাদী শাসনের নির্মম শিকার বাংলাদেশের জনগণের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি মনে করে যে, দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে মিয়ানমারের জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও শাসনব্যবস্থা অর্জন করেছিলেন, তা কেড়ে নেওয়া অনৈতিক ও অগ্রহণযোগ্য।

তিনি বলেন, ‘জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহির রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি প্রতিবেশী মিয়ানমারের জনগণ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে-তা’ বাংলাদেশের ভুক্তভোগী জনগণ ভালোভাবেই অনুভব করে, বিধায় বাংলাদেশের জনগণ মিয়ানমারে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অব্যাহত দেখতে চায়।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘গত কয়েক বছর ধরে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত কয়েক লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থান করলেও তাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের কোনো ব্যবস্থা বাংলাদেশ সরকার করতে পারেনি।

নতুন এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি যাতে আরও দুস্কর কিংবা জটিল না হয়ে পড়ে, সে ব্যাপারে দ্রুত কার্যকর কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে বিএনপি।’ বিডি প্রতিদিন

আলমডাঙ্গায় বিএনপি ও জাসদের অফিস ভাঙচুর, বিক্ষোভ সমাবেশ

পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মোবাইল ও ধানের শীষ প্রার্থীর অফিস ভাঙচুর করায় উত্তাল আলমডাঙ্গা। গত সোমবার রাতে দুর্বৃত্তরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে মোবাইল মার্কা প্রার্থী এম সবেদ আলির অফিস ও বিএনপির ধানের শীষ অফিস ভাঙচুর করে। অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় গত সোমবার রাতেই প্রতিবাদ মিছিল করেছে প্রার্থীর সমর্থকেরা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫ টার দিকে বিক্ষোভ

সমাবেশ করে মোবাইল মার্কার প্রার্থীর পক্ষে নেতাকর্মীরা। সকাল থেকে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা গেছে, আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনকে ঘিরে জোর প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছে প্রার্থীরা। এবারের আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে তিনজন দলের তিন হাইব্রিড নেতার অংশ গ্রহণেই চলছে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা।

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতীক নিয়ে হাসান কাদির গনু নির্বাচন মাঠে লড়ছেন। জাসদের মনোনীত প্রার্থী এম সবেদ আলি মোবাইল ও বিএনপি প্রার্থী আলহাজ্ব মীর মহি উদ্দিন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন মাঠে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। কে হবে এবারের পৌর নির্বাচনের আলমডাঙ্গা পৌর পিতা। এ দিয়ে গুঞ্জন চলছে দীর্ঘদিন।

জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে জিততে মরিয়া হয়ে উঠেছে সকল প্রার্থী। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচারণায় গড়ে তোলা হয়েছে অস্থায়ী নির্বাচন অফিস। নির্বাচন অফিসে নেতাকর্মীদের উদ্যোগে দল বেধে সাধারণ জনগণের নিকট ছুটছে ভোট প্রার্থীরা।

গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড বন্ডবিলে বিএনপির ধানের শীষ অফিস ও ৪ নং ওয়ার্ড আনন্দধামে জাসদের মোবাইলের অফিসে দুর্বৃত্তরা ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় সোমবার রাত জুড়ে শহর জুড়ে উত্তাপ সৃষ্টি হয়।

অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় রাতেই রাস্তায় নামে মোবাইল প্রার্থীর সমর্থকেরা। প্রতিবাদী কন্ঠে উত্তাপ সৃষ্টি হয় পৌরসভা জুড়ে। অতিরিক্ত পুলিশের উপস্থিতে নিমিশেই নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

রাতেই মোবাইল মার্কা প্রার্থী এম সবেদ আলি আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করে। প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয় নেতাকর্মীরা। গতকাল বিকেল ৫ টার দিকে মোবাইল প্রার্থীর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচনে সুষ্টু পরিবেশ রাখতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

নির্বাচনে অপ্রিতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গতকার মঙ্গলবার সকাল থেকে পৌরসভা জুড়ে মহড়া চলে।

ঝিনাইদহে জাতীয় পার্টির পৌর সম্মেলন

গতকাল শনিবার সকাল ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব মিলনাতয়নে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির পৌর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে সকাল থেকেই নেতা কর্মীরা প্রেস ক্লাবের সামনে উপস্থিত হতে শুরু করে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক সুমন আশরাফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবু বিষ্ণুপদ রায়, রাশেদ মজমাদার আহবায়ক সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি, জয়নাল আবেদিন, শামীম আজাদ, অরবিন্দু বিশ্বাস, এড. সদর উদ্দীন ও ড.মিলন প্রমুখ।

সম্মেলনে বক্তারা দেশের উন্নয়ন এর বিভিন্ন কার্যক্রম এর চিত্র তুলে ধরে বলেন দেশে জাতীয় পার্টি এখন প্রধান বিরোধী দল। এমন এক দিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন জাতীয় পার্টি বাংলাদেশে সরকার গঠন করবে।

পৌরসভা থেকে আগত সকল নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বক্তারা বলেন আপনারা সকলে মন প্রাণ দিয়ে দলের পরিধি আরো বাড়িয়ে তুলবেন যেন সামনের দিনে জাতীয় পার্টি সরকার গঠন করতে পারে।

এছাড়াও সম্মেলন থেকে পৌর জাতীয় পার্টির কমিটিতে সভাপতি রাকিবুল ইসলাম মুন্না এবং সম্পাদক হিসেবে মাসুমসহ নয়ঠি ওয়ার্ডের কমিটির নেতা কর্মীদের নাম ঘোষণা করা হয়।